হিউম্যানিটারিয়ান ডেটা ট্রান্সপারেন্সি সিরিজ

বাংলাদেশ প্রতিবেদন: রোহিঙ্গা সঙ্কটে মানবিক তথ্যের স্বচ্ছতা-বিষয়ক একটি কেস স্টাডি

আগস্ট ২০২০

Publish WhatYouFund
The Global Campaign for Aid Transparency

‘পাবলিশ হোয়াট ইউ ফান্ড’ হচ্ছে সহায়তা তহবিল এবং স্বচ্ছতার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান। ২০০৮ সালে যাত্রা শুরুর সময়, আমরা এমন এক বিশ্ব কল্পনা করেছিলাম যেখানে সহায়তা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত তথ্য স্বচ্ছ, সহজলভ্য ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জনসাধারণের দায়বদ্ধতা এবং সকল নাগরিকের স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হবে।

পাবলিশ হোয়াট ইউ ফান্ড এই প্রতিবেদন তৈরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা বাংলাদেশের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে যুক্ত সেই সব কর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এই প্রকল্পের জন্য জরিপ এবং সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে সময় দিয়েছেন। বিশেষত ধন্যবাদ জানাই আমাদের গবেষণা অংশীদারদের, গ্রাউন্ড ট্রুথ সলিউশনসকে।

লেখক:
হেনরি লুইস, মানবিক প্রকল্প পরিচালক, পাবলিশ হোয়াট ইউ ফান্ড

গ্যারি ফোস্টার, সিইও, পাবলিশ হোয়াট ইউ ফান্ড

সহায়ক গবেষণা :

রুবা ইশাক, গ্রাউন্ড ট্রুথ সলিউশনস

ম্যাক্স সিলার্স, গ্রাউন্ড ট্রুথ সলিউশনস

পর্যালোচনাকারী:
শাহানা হায়াত, স্বতন্ত্র মানবিক বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ

প্রকল্পের অংশীদার:

গ্রাউন্ড ট্রুথ সলিউশনস (জিটিএস) একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা যা সংকটগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে মানবিক সহায়তার রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। জিটিএস মাঠ-পর্যায়ের কর্মী ও স্থানীয় অংশীদার সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে মানবিক সঙ্কটে নিপতিত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মতামতের সঙ্গে সমন্বয়ের চেষ্টা করে। জিটিএস সম্পর্কে আরও জানতে ক্লিক করুন- Https://groundtruthsolutions.org/

ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (ডিআই) একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা যা দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের চালিকা হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্যের ভূমিকার উপর আলোকপাত করে। ডিআই সম্পর্কে আরও জানতে হলে ক্লিক করুন: https://devinit.org/

অনুদান প্রদানকারী :

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

এই গবেষণাকর্মটিতে অর্থায়ন করেছে নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিষয়বস্তু

প্রথম অধ্যায়: গবেষণার সারসংক্ষেপ ও পদ্ধতি....৪
প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ৫
গবেষণা পদ্ধতি ৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: ফলাফল ও উপসংহার ৭
প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ৮
কেন বাংলাদেশ? ৮
অনুসন্ধান ৯
উপসংহার ১৯

বক্স, চিত্র, সারণি, ও টেবিল

বক্স ১: আন্তর্জাতিক এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (আইএটিআই) কী?.... ৫
বক্স ২: গ্র্যান্ড বারগেইন ট্রান্সপারেন্সি ওয়ার্কস্ট্রিম কমিটমেন্টস ৬
চিত্র ১: "সমন্বয়কারী" বনাম "বাস্তবায়নকারী" ১০
সারণি ১: সমীক্ষার উত্তরদাতাদের দ্বারা ব্যবহৃত ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের প্রকারভেদ.... ১১
অনুশীলনকৃত তথ্য……১২
চিত্র ২: বাংলাদেশের সাড়া প্রদানের জন্য সাধারণভাবে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের মান নিয়ে আপনি কতটা সন্তুষ্ট?....১৩
অনুশীলনকৃত তথ্য….১৫
বক্স ৩: বহু-খাতের (মাল্টি সেক্টর) চাহিদা মূল্যায়ন (এমএসএনএ) কী?.... ১৫
সারণি ২: রোহিঙ্গা-ইস্যুতে সাড়া প্রদানে তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি ও আপলোড করার জন্য ব্যবহৃত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর সচেতনতা ও ব্যবহার.... ১৬

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার সারসংক্ষেপ ও পদ্ধতি

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

২০১৬ সালের মে মাসে বিশ্ব মানবিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে 'গ্র্যান্ড বার্গেইন'[১]-এর সূচনা ঘটে। মানবিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান গ্যাপ বা ব্যবধান ঘোচানোর লক্ষ্যে নয়টি মূল ক্ষেত্রে[২] একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে, একটি 'ট্রান্সপারেন্সি ওয়ার্কস্ট্রিম' যা ডাচ সরকার যৌথভাবে আহ্বান করেছিল এবং বিশ্বব্যাংক মানবিক তহবিলের আরও সময়োপযোগী এবং উচ্চমানের ডেটা বা তথ্য প্রকাশের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে স্বাক্ষরকারীদের (কীভাবে এটি বরাদ্দ ও ব্যবহার করা হয়) আন্তর্জাতিক এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (আইএটিআই) স্ট্যান্ডার্ডকে (প্রতিশ্রুতি ১.১; সময়সীমা মে ২০১৮)[৩] সহায়তা প্রদান করেছে। এই তথ্য হতে হবে বিশ্লেষণ, কার্যক্রম, সংস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিভিন্নতা শনাক্ত করার ক্ষমতাসহ উপযুক্ত মানের। স্বাক্ষরকারীরা তাদের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উন্নতি, অংশীদারদের তথ্য প্রকাশ ও প্রবেশগম্য করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

বক্স ১: আন্তর্জাতিক এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (আইএটিআই) কী?

স্ট্যান্ডার্ড বা মান হলো নিয়ম ও নির্দেশিকার একটি সেট যা মানসম্পন্ন উন্নয়ন ও মানবিক তথ্য (ডেটা) প্রকাশ করে। সংস্থাগুলো তাদের অর্থ (যেমন প্রকল্পের বাজেট, তহবিল বরাদ্দ) এবং কার্যক্রম (যেমন প্রকল্পের অবস্থান, প্রকল্পের ফলাফল, মূল্যায়ন) সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে। এক্সএমএল[৪] ফরম্যাটে তথ্য-সরবরাহ করা হয়। আইএটিআই স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশিত সংস্থাগুলোর একটি পরিসর যেখানে সরকার, জাতিসংঘভুক্ত কয়েকটি এজেন্সি এবং এনজিওসমূহ রয়েছে।

এর কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে (২০১৭-২০১৮) ট্রান্সপারেন্সি ওয়ার্কস্ট্রিম মানবিক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আইএটিআই মান উন্নত করে এবং তাদের মানবিক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারীদের সহায়তার মাধ্যমে তথ্যের প্রাপ্যতা বাড়াতে তথ্য প্রকাশের প্রতিশ্রুতি পালনে (প্রতিশ্রুতি ১:১) দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্বচ্ছ মানবিক তথ্যের পূর্ণ সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করার জন্য, এটি কেবল প্রকাশিত হবে না, একইসঙ্গে প্রমাণভিত্তিক উদ্যোগগুলো অবহিত করতে এবং সঙ্কটের সময় সীমাবদ্ধ সম্পদ দক্ষতার সঙ্গে বরাদ্দ করতে সক্রিয়ভাবে তথ্য ব্যবহারের উপর গুরত্বারোপ করা হয়। অতএব, আর্থিক প্রবাহ এবং অন্যান্য তথ্য পুরোপুরি অনুসরণ করার জন্য সরাসরি মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে অংশীদারের পরিসরকে আরও প্রশস্ত করতে হবে।

এই কারণে গ্র্যান্ড বারগেইন ট্রান্সপারেন্সি ওয়ার্কস্ট্রিম নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অর্থায়নে, পাবলিশ হোয়াট ইউ ফান্ড ও গ্রাউন্ড ট্রুথ সলিউশান দীর্ঘায়িত মানবিক সাড়াপ্রদান কাঠামোয় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত তথ্য ব্যবহারকারীদের কোন ধরনের তথ্যের প্রয়োজন এবং এর চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করতে আগ্রহী হয়।

---

[১] সমস্ত স্বাক্ষরকারীর নামসহ গ্র্যান্ড বারগেইন সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দেখুন-

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain

[২] গ্র্যান্ড বার্গেইন-এ মোট ৬১ জন স্বাক্ষরকারী (২৪টি সদস্য দেশ, ২১টি এনজিও, ১২টি জাতিসংঘের এজেন্সি, দুটি রেডক্রস আন্দোলন এবং দুটি আন্তঃসরকারি সংস্থা) রয়েছে। গ্র্যান্ড বার্গেইন মূলত ১০টি মূল বিষয়ের ভিত্তিতে গঠিত, তবে সূচনা থেকেই এটি নয়টি মূল বিষয় এবং একটি ক্রস-কাটিং প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে।

[৩] গবেষণা দলের পক্ষ থেকে যখন আইএটিআই সম্পর্কে কথা বলা হবে তখন এর মধ্যে আইএটিআই স্ট্যান্ডার্ড, আইএটিআই থেকে প্রাপ্ত প্রকৃত তথ্য এবং যেসব প্ল্যাটফরম আইএটিআই-এর তথ্য (যেমন, ডি-পোর্টাল) ব্যবহার করে তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আইএটিআই স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দেখুন-https://iatistandard.org/en/

[৪] XML হলো-এক্সটেনসিবল মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা ডকুমেন্টস ও ডেটার মতো বৈশিষ্ট্যযুক্ত তথ্যের জন্য একটি টেক্সট -বেজড ফরমেট।

বক্স ২: **গ্র্যান্ড বারগেইন ট্রান্সপারেন্সি ওয়ার্কস্ট্রিম-এর** প্রতিশ্রুতিসমূহ:

১. ইস্তাম্বুলের বিশ্ব মানবিক সম্মেলনের দুবছরের মধ্যে মানবিক তহবিলের উপর সময়োচিত, স্বচ্ছ, সমন্বিত ও উন্মুক্ত উচ্চমানের তথ্য প্রকাশ করা। আমরা একটি সাধারণ মানের ক্ষেত্রে আইএটিআইকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

২. যথাযথ তথ্য বিশ্লেষণ করে, বিভিন্ন কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা, সংস্থা, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি (যেমন: সুরক্ষা, সংঘাতময়-অঞ্চল) তুলে ধরতে তথ্য ব্যবহার করা।

৩. ডিজিটাল প্ল্যাটফরমকে উন্নতকরণ এবং কমিউনিটি সদস্যদের মানসম্মত উন্মুক্ত তথ্য ব্যবহারে সহায়তা:

ক. উন্মুক্ত তথ্য পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণের জন্য দাতা এবং সাড়াপ্রদানকারীদের জবাবদিহি;

খ. সর্বোত্তম সম্ভাব্য তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন;

গ. কিছু প্রতিবেদনের জন্য দাতাদের একটি সাধারণ মানসম্পন্ন তথ্য গ্রহণে সম্মত করানো যাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপ কমে; এবং

ঘ. চূড়ান্ত সাড়াপ্রদানকারীদের এবং যেখানে সম্ভব, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের লেনদেন-চেইনে দাতাদের তহবিলের সন্ধান জানানো।

৪. তথ্য-উপাত্ত সহজপ্রাপ্তি ও প্রকাশের জন্য সমস্ত অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষক দলটি দুটি কেস স্টাডি দেশে ডেস্ক, অনলাইন জরিপ এবং মূল তথ্য প্রদানকারীদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)-এর সংমিশ্রণে গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করেছে। বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে বাংলাদেশ অন্যতম চূড়ান্ত দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল (গবেষণা পদ্ধতি দেখুন[৫])। দলটি গবেষণাকর্মটি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এমন একটি পথ অন্বেষণের চেষ্টা করেছে এবং তার ফলাফলগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যা বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারীদের মুখ থেকে শোনা বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, যে কোনো ভুল, উদাহরণস্বরূপ নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম বা উদ্যোগের ক্ষেত্রে, এই বুঝটি মাথায় রেখে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

জরিপ (৭৮ জন তথ্যপ্রদানকারী) এবং কেআইআই (৩৪ জন অংশগ্রহণকারী) সারা বাংলাদেশে ৫৪টিরও বেশি সংস্থার তথ্যে প্রবেশ, সংরক্ষণ, ভাগ করে নেওয়ার এবং তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা ও চরিত্রের সংস্থায় মানবিক সাড়াপ্রদানকারীদের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে (এটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, নমুনার আকার ছোট হওয়ায় ফলে স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের পরিসংখ্যানগত তাৎপর্য সম্পর্কিত কয়েকটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়)। পদ্ধতিতে[৬] সংস্থার ধরন অনুযায়ী জরিপ এবং কেআইআই উত্তরদাতাদের সংখ্যা ভাগ করা হয়। এই গবেষণাটি জাতীয় ও স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে[৭], তবে এতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, জাতিসংঘভুক্ত এজেন্সি, সেক্টর সমন্বয়কারী, আন্তর্জাতিক এনজিও[৮] এবং দাতা মিশন অফিসগুলোর সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

[৫] পাবলিশ হোয়াট ইউ ফান্ড মানবিক তথ্য স্বচ্ছতার জন্য দেখুন: https://www.publishwhatyoufund.org/projects/humanitarian-transporses/

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] গবেষণা দলটি একটি দেশে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে কর্মরত এনজিওকে জাতীয় এনজিও হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং স্থানীয় এনজিওগুলি একটি দেশের মধ্যে একটি অঞ্চলে সক্রিয় হিসেবে কাজ করে।

[৮] গবেষণা দল যে সকল এনজিও একাধিক দেশে কাজ করে সেগুলোকে আন্তর্জাতিক এনজিও (আইএনজিও) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফলাফল এবং উপসংহার

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য

এই গবেষণা সংক্ষিপ্তসারে বাংলাদেশে মানবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ব্যক্তিদের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং এই তথ্যে প্রবেশ ও ব্যবহারে তারা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এটি অনলাইন জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে এবং সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ কক্সবাজার জেলায় মাঠ-পরিদর্শনকালে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্তসারে চারটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে: ১. আন্তর্জাতিক এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (আইএটিআই) স্ট্যান্ডার্ড এবং হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্স ফাইন্যান্সিয়াল ট্র্যাকিং সার্ভিস (ইউএনওচএএফটিএস) সমন্বয়ের জন্য জাতিসংঘের অফিস ব্যবহার করে তহবিলের তথ্য প্রকাশ; ২. তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার; ৩. তথ্য ব্যবহার এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ; এবং ৪. তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতা।

এই ক্ষেত্রগুলোতে আলোকপাত করার জন্য, গবেষণা দলকে প্রথমে বুঝে নিতে হয় বিভিন্ন অংশীদারদের সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করা উচিত, প্রতিদিন তাদের কী ধরনের বাস্তবায়নযোগ্য, কর্মসূচিসংক্রান্ত ও আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কী ধরনের তথ্য এবং পরবর্তীকালে তথ্য সামগ্রীগুলো[৯] এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তাদের প্রয়োজন হয়। এই হিসেবে, এই সংক্ষিপ্তসারে অর্থায়ন, সমন্বয়, তথ্য পরিচালনা ও নেতৃত্ব, তথ্য পরিচালনার কার্যাদি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো সম্পর্কে সচেতনতা ও ব্যবহার এবং এইগুলো কীভাবে এই মানসম্পন্ন তথ্য তৈরি, ব্যবহার ও ভাগ করার মাধ্যমে যৌথভাবে রোহিঙ্গা সাড়াপ্রদান কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে, সেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই গবেষণা সংক্ষিপ্তসার দুইটি দেশের কেস স্টাডি নিয়ে করা জাতীয় প্রতিবেদনের একটি, অপর প্রতিবেদনটি ইরাকের উপর আলোকপাত করে তৈরি। এই প্রকল্পের বিস্তৃত গবেষণার অংশ হিসেবে, বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ইরাক ও বৈশ্বিক অংশীদারদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দীর্ঘ সংকটে মানবিক তথ্য স্বচ্ছতা অন্বেষণ করে চারটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এই চারটি প্রতিবেদন বিশ্বব্যাপী পাঠকদের লক্ষ করে এবং গ্র্যান্ড বার্গেইন ট্রান্সপারেন্সি ওয়ার্কস্ট্রিমের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনগুলো হচ্ছে:

১. গবেষণা সংক্ষিপ্তসার ১: মানবিক তহবিলসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশনা Research brief 1: publication of humanitarian funding data
২. গবেষণা সংক্ষিপ্তসার ২: তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং দীর্ঘায়িত মানবিক সংকটে ব্যবহার Research brief 2: data collection, analysis and use in protracted humanitarian crises
৩. গবেষণা সংক্ষিপ্তসার ৩: ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত, ব্যবহার, চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগসমূহ Research brief 3: the use, challenges and opportunities associated with digital platforms
৪. গবেষণা সংক্ষিপ্তসার ৪: দীর্ঘায়িত মানবিক সংকটে তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতা Research brief 4: data use capacity in protracted humanitarian crises

কেন বাংলাদেশ?

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবিক সঙ্কটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোনো অচেনা দেশ নয়। বছরের পর বছর ধরে, এটি বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং বড় আকারে বাস্তুচ্যুতকরণসহ প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট-উভয় সংকটের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। সাম্প্রতিককালে, প্রতিবেশী মিয়ানমারের উত্তর রাখাইন রাজ্যে সংঘাতের কারণে সীমান্ত পেরিয়ে রোহিঙ্গা জনগণকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যাপক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। মিয়ানমারের এই সহিংসতা ২০১৭ সালের আগস্ট

[৯] এই তথ্যগুলো বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা কাঁচা, অসংগঠিত তথ্য। এসব তথ্য প্রক্রিয়াজাত ও কাঠামোগত করা এবং এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করা দরকার। এই তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারযোগ্য তথ্যে রূপান্তর করা দরকার যা বিভিন্ন জনের মতামতের মধ্যে থাকা অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটাবে।

মাসের পর থেকে প্রায় ৭,৫০,০০০[১০] রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করেছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পদ, পরিষেবা ও পরিবেশের উপর ব্যাপক চাপ ফেলেছে। কক্সবাজার জেলায় আগত বেশিরভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থী কুতুপালং ও নয়াপাড়ায় ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের শরণার্থী-বিষয়ক হাই কমিশনার (ইউএনএইচসিআর) এর মতে, সাম্প্রতিক এই গণ-বাস্তুচ্যুত মানুষের এই ঢেউ জেলার মোট শরণার্থী সংখ্যা ৮৬০৩৫৬-এ[১১] উন্নীত করেছে। কক্সবাজার বঙ্গোপসাগরের অতিসন্নিকটে হওয়ার কারণে এই সংকট আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। এমনিতেই এই স্থানটি বাংলাদেশের অন্যতম ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল, তাই বন্যা এবং ভূমিধসের পুনরাবৃত্তি শিবিরগুলোতে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

এই সঙ্কটের প্রতি মানবিক সাড়া প্রদান এখন পর্যন্ত প্রধানত শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর কাজে মনোনিবেশ করেছে। স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকার প্রথম সাড়াপ্রদান করেছে, কিন্তু সংকটের তিন বছর পরে এখন জাতিসংঘের নেতৃত্বে এবং বহু আন্তর্জাতিক এনজিওর সহায়তায় একটি বৃহত আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী সম্পৃক্ত হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূরণ করা হয়েছে, সংকটের দীর্ঘায়িত প্রকৃতির কারণে এখন মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। রোহিঙ্গা সঙ্কটের জন্য ২০২০ সালের যৌথ সাড়াপ্রদানকারীদের পরিকল্পনা অনুসারে, ৮৫৫,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীর চাহিদা মেটাতে USD$৮৭৭ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন[১২]। খাদ্য সুরক্ষা, পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (ওয়াশ) এবং আশ্রয় খাতে সর্বাধিক তহবিল প্রয়োজন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই হিসেবে, বাংলাদেশে গবেষণা দলের একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল শরণার্থী জনগোষ্ঠীর সংকট অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটে যা প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয় এবং যা এই সংকটকে একটি দীর্ঘস্থায়ী রূপ দিয়েছে। এটা গবেষণা দলকে তথ্যের দিক দিয়ে একাধিক প্রয়োজন অন্বেষণ করার সুযোগ করে দিয়েছে, একইসঙ্গে তা মাঠপর্যায়ে কর্মরত মানবিক সংস্থাগুলোর বিভিন্ন তথ্যে প্রবেশ এবং তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশগুলো বুঝতে সহায়তা করেছে।

[১০] UNHCR Data Portal: refugee response in Bangladesh. Accessed online (27/07/2020): https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees

[১১] Ibid

[১২] Joint Response Plan for the Rohingya Crisis (2020). Accessed online: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/jrp_2020_final_in-design_280220.2mb_0.pdf

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান ১: **"সমন্বয়কারীদের" একীভূত তথ্য প্রয়োজন, "বাস্তবায়নকারীদের" জন্য আরও বিন্যস্ত প্রক্রিয়াজাত তথ্য প্রয়োজন।**

গবেষণায় দেখা গেছে যে, কক্সবাজারে মাঠপর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিদের মোটা দাগে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। "সমন্বয়কারী" মূলত সরকারি কর্মকর্তা এবং দেশিয় সমন্বয় গ্রুপের সদস্য, আর ''বাস্তবায়নকারী'' হলেন স্থানীয় পর্যায়ের কর্মী, যারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সরাসরি সহায়তা প্রদান করেন, যদিও গবেষণা দলটি কয়েকটি সংস্থার সন্ধান পায় যারা উভয় বিভাগেই খাপ খেতে পারে।

সমন্বয়কারী
• কে: সরকার ও সমন্বয় গ্রুপ (যেমন-ক্লাস্টার, দাতা, জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি)
• ভূমিকা: মানবিক-বিষয়ক কর্মকর্তা, সেক্টর সমন্বয়কারী, প্রোগ্রাম/পলিসি/অ্যাডভোকেসি অফিসার, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (আইএমও) • ফোকাস: তদারকি, নীতি, মূল্যায়ন এবং সম্পাদনকারী/তহবিল প্রদানকারী • প্রয়োজনীয় তথ্য: সাড়াপ্রদানের মাত্রা, কর্মীদের বিভিন্নতা, অর্থায়ন
বাস্তবায়নকারী
• কে: স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও, আইএনজিও এবং প্রায়শই জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি (ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীতে সরাসরি পরিষেবা সরবরাহ করার সময় সাড়াপ্রদানকারীদের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে) • ভূমিকা: মাঠ কর্মকর্তা, ক্যাম্প ব্যবস্থাপক, তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (আইএমও) • ফোকাস: পরিকল্পনা, কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের উৎস সন্ধান • প্রয়োজনীয় তথ্য: পরিচালনার তথ্য (সুরক্ষা ও প্রবেশগম্যতার তথ্য, ৩/৪ ডব্লিউ তথ্য ইত্যাদি), মূল্যায়ন ও অংশীদারদের তথ্য

চিত্র ১: "সমন্বয়কারী" বনাম "বাস্তবায়নকারী"

রোহিঙ্গা সাড়াপ্রদানকারীদের মধ্যে অসংখ্য ফরম্যাটে (যেমন: ড্যাশবোর্ড, প্রতিবেদন, মূল্যায়ন ইত্যাদি) প্রচুর পরিমাণে তথ্য পাওয়া যায়, তবে এই "সমন্বয়কারী" এবং "প্রয়োগকারী" কোন তথ্যটিকে প্রাধান্য দিচ্ছে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। সেই হিসেবে, বিভিন্ন ধরনের স্টেকহোল্ডার বা অংশীদাররা প্রায়শই কী তথ্য ব্যবহার করে এবং অনুসন্ধানকালে মাঠকর্মীরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার আগে কী ধরনের তথ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তা জানা দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সরাসরি মাঠপর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিদের (যেমন:''বাস্তবায়নকারী") আরও ব্যবস্থাপনাসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রয়োজন, যেমন ৩/৪ ডব্লিউ তথ্য, সহজলভ্য ও সুরক্ষিত তথ্য, যা হবে চাহিদা নিরূপণ ও অংশীদারদের তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাস্তবায়নকারীদের জন্য এ ধরনের তথ্য প্রয়োজন এটা নিশ্চিত করার জন্য যে তাদের সম্পদ যথাযথভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে, পরিষেবার পুনরাবৃত্তি হ্রাস এবং সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগগত ফাঁক-ফোঁকর প্রতিরোধ করার জন্য। তাদের ভূমিকার প্রকৃতি অনুসারে, নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের হালনাগাদ, বিন্যস্ত, স্বীকৃত তথ্য জানা দরকার। অন্যদিকে যারা উচ্চ পর্যায়ের (উদাহরণস্বরূপ "সমন্বয়কারী"), তাদের কাজ সাড়াপ্রদানের মাত্রা, কর্মীদের বিভিন্নতা এবং সাড়াপ্রদানের মাধ্যমে দুর্লভ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছেছে তা নিশ্চিত করতে তদারকি করা। তবে, বাস্তবায়নকারীদের বিপরীতে, সমন্বয়কারীদের জন্য চাহিদা নিরূপণ রেজিস্টার, প্রকল্পের ডাটাবেস বা মাল্টি-সেক্টর প্রতিবেদনের তথ্যগুলো একীভূত করা প্রয়োজন।

তথ্যের ধরন	ব্যবহার (উত্তরদাতাদের %)	চাহিদা (উত্তরদাতাদের %)
চাহিদা নিরূপণ	৭২	৭২
ম্যাপিং ও অবস্থান	৬৩	৬২
জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক	৫৯	৬৩
প্রাকৃতিক বিপদ	৪৯	৫৮
পর্যবেক্ষণ	৪২	৪৯
থ্রি ডব্লিউ ও ফোর ডব্লিউ তথ্য	৪১	৩৮
স্বাস্থ্য	৩৫	৪৫
আবহাওয়া	২৭	৩৬
উপলব্ধি	২৩	৩৭
নিরাপত্তা	২১	৩৮
আর্থিক সহায়তা প্রবাহ	৩৫	৩৫

সারণি ১: অনলাইন জরিপে উত্তরদাতাদের দ্বারা ব্যবহৃত এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রকারভেদ

এই জরিপ কার্যক্রমে উত্তরদাতারা প্রধানত যে ধরনের তথ্য[১৩] ব্যবহারের কথা বলেছেন, তা হলো চাহিদা নিরূপণ, (উত্তরদাতাদের ৭৪%), ম্যাপিং ও অবস্থানের তথ্য (৬৩%), জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক তথ্য (৫৯%), প্রাকৃতিক বিপদের তথ্য (৪৯%) এবং পর্যবেক্ষণের তথ্য (৪৬%)।

তথ্য ব্যবহারের অনুরূপ নমুনা অনুসরণ করে কর্মীরা যে তথ্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলেছিলেন[১৪], তার মধ্যে শীর্ষে ছিল চাহিদা নিরূপণসংক্রান্ত তথ্য (৭২%) এবং জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক তথ্য (৬৩%)। এর পরে রয়েছে ম্যাপিং ও অবস্থানের তথ্য (৬২%), প্রাকৃতিক বিপদসংক্রান্ত তথ্য (৫৮%) এবং পর্যবেক্ষণের তথ্য (৪৯%)। উত্তরদাতারা অন্যান্য যে ধরনের তথ্য ব্যবহার এবং চাহিদার কথা বলেছেন, সেগুলো সারণি ১-এ পাওয়া যাবে।

অনুসন্ধান ২: আর্থিক তথ্য সবখানে কার্যকর, তবে নীতিগত বিষয় হিসেবে তা স্বচ্ছ এবং কর্মীদের চাহিদা অনুযায়ী হওয়া দরকার।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, আইএটিআই ও এফটিএসে প্রকাশিত আর্থিক সহায়তা প্রবাহের তথ্য মাঠপর্যায়ের "সমন্বয়কারীদের" মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের কর্মীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক তথ্যের বিস্তৃত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও, একই ধরনের আর্থিক তথ্য প্রবাহের উপর নির্ভর করতে হয়। এবং সাড়াপ্রদান কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের কোনো একটি সংস্থার ভূমিকার উপর নির্ভর করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৫% উত্তরদাতা এনএনজিও ও আইএনজিওদের নেতৃত্বাধীন আর্থিক প্রবাহের তথ্য নিয়মিত ব্যবহারের কথা জানিয়েছে, তার পরে একক সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘের এজেন্সি ও একটি সমন্বয় গ্রুপ রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে "বাস্তবায়নকারী" থেকে

[১৩] জরিপের প্রশ্ন: আপনি মাসে অন্তত একবার কোন ধরনের তথ্য ব্যবহার করেন? (একটি তালিকা থেকে প্রযোজ্য সবগুলি নির্বাচন করুন)।

[১৪] জরিপের প্রশ্ন: আপনার কোন ধরনের তথ্য বেশি প্রয়োজন? (তালিকা থেকে প্রযোজ্য সবগুলি নির্বাচন করুন)।

"সমন্বয়কারী"- তারা আর্থিক প্রবাহের যে তথ্য ব্যবহার করে তার অনুপাত প্রায় সমান। এই একই উত্তরদাতাদের মধ্যে, ৩৫% বলেছেন যে তাদের আরও আর্থিক সহায়তা প্রবাহের তথ্য প্রয়োজন। আবার আরও আর্থিক সহায়তার প্রবাহের তথ্য সন্ধানকারীদের বেশিরভাগ সংস্থা হচ্ছে বিভিন্ন এনএনজিও এবং আইএনজিও।

তবে একটি লক্ষণীয় পর্যবেক্ষণ হলো, জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফল এবং কেআইআই আলোচনার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। কেআইআই-এর সময় আর্থিক তথ্যগুলো খুব কম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু গবেষণা-দলটি যখন সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীদের সঙ্গে আর্থিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে হয়েছে যে বাস্তবে, "সমন্বয়কারী" সংস্থাগুলোর তহবিলের তথ্য বেশি দরকার, কারণ সাড়াপ্রদানের মাত্রা বুঝতে এবং সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহার করে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছেছে- তা নিশ্চিত করার জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনার তথ্য জানা দরকার। বিশেষত, তারা বিন্যস্ত আর্থিক তথ্য সুনির্দিষ্ট কর্মী ও কর্মসূচিসংক্রান্ত তথ্য অন্বেষণ করে, একই সঙ্গে বড় পরিসরের তথ্য ও ব্যবহারযোগ্য তহবিলের পরিমাণ জানার জন্য। এ ধরনের তথ্য বর্তমানে কিছুটা হলেও আইএটিআই ও এফটিএসের সমন্বয়ে হতে পারে। অন্যদিকে, "বাস্তবায়নকারীরা" বলেছেন যে, তাদের অর্থায়নসংক্রান্ত তথ্য দরকার হলেও সাধারণত তারা প্রকল্পের বাজেট প্রস্তুত করতে আরও বাজার নির্দিষ্ট তথ্য চায়। বিশেষত, পরিষেবা ও সরবরাহের ব্যয় নির্ধারণে এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের বাজেটের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য তাদের ওয়াশ, আশ্রয় উপকরণ, ওষুধ, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদির ব্যয়-সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের বিষয়টি স্থানীয় এনজিওদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়, যারা মূলত প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিষেবা সরবরাহ করে থাকে।

অনুশীলনকৃত তথ্য

গবেষণা দলটি এমন বেশ কয়েকটি উদাহরণের কথা শুনেছে যেখানে কর্মীরা এফটিএস তথ্য ব্যবহার করে। একটি এনএনজিও গবেষণা দলকে বলেছে যে তারা এফটিএসের তথ্য ব্যবহার করে "কক্সবাজারে এবং বাংলাদেশের সর্বত্র কে আরও বেশি পরিমাণে তহবিল দিচ্ছে তা নির্ধারণ করার জন্য" এবং অন্য আরেকটি সংস্থা বলেছে "এফটিএসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাডভোকেসি উপকরণ হিসেবে তাদের তহবিল সংগ্রহের নির্দেশিকা এবং কিছু সেক্টরের ফাঁক খুঁজে পেতে সহায়তার জন্য যাতে আমরা তাদের কাছে আবেদন করতে পারি"। অন্যরা বলেছে যে, তাদের সংস্থার ব্যবহারের আগে এফটিএসের তথ্য সম্পর্কে সতর্ক হওয়া বা কার্যকারিতা পরীক্ষা করা দরকার।

এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে থাকা তথ্যের গুণমান সম্পর্কে উভয় গ্রুপের অংশীদাররা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশে, এফটিএসের তুলনায় আইএটিআইয়ের তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং ব্যবহারের পরিমাণ কম। জরিপের উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ৬% বলেছেন, তারা আইএটিআই সম্পর্কে অবগত এবং মাত্র ৩% বলেছেন তারা আগে আইএটিআইয়ের তথ্য ব্যবহার করেছেন। এফটিএসের ক্ষেত্রে, এই প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে সচেতনতা যদিও বেশি ছিল (জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের ২৪%) তবে নিয়মিত তথ্য ব্যবহারের হার এখনও অনেক কম, উত্তরদাতাদের মাত্র ৩%। এই প্ল্যাটফর্মের অংশীদারদের তথ্য কম ব্যবহারের কারণ হলো তথ্যের মান নিয়ে সন্দেহ, বিশেষত তথ্যের সর্বজনীনতা, সময়োপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। অংশীদাররা বলেছেন যে, এটি এই প্ল্যাটফর্মলোর প্রতি তাদের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপকরণ হিসেবে তথ্যের ব্যবহারকে বাধাগ্রস্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীরা জানিয়েছে যে, তথ্যের গরমিলের কারণে এফটিএসপ্রদত্ত তথ্যের প্রতি তাদের আস্থা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী এফটিএসের পরিসংখ্যান এবং রোহিঙ্গা সহায়তায় সাড়াপ্রদানের জন্য যৌথ সাড়াপ্রদান পরিকল্পনায় বর্ণিত তহবিলের মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। একজন তথ্য ব্যবস্থাপকের ব্যাখ্যা মতে, বাংলাদেশে এফটিএস দ্বারা পরিচালিত তহবিলগুলোর মধ্যে প্রায় ২৫% তহবিল "বরাদ্দহীন" ছিল এবং "আরআরপির বাইরে আরও ২০০ মিলিয়ন ডলার তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে" - যা তখন এফটিএসে দৃশ্যমান ছিল না। যেমন, গবেষণা দল রোহিঙ্গা সাড়াপ্রদান উদ্যোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আইএটিআই বা এফটিএস তথ্যের যে কোনো একটির ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ খুঁজে পায়নি। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীরা এফটিএস এবং আইএটিআই-তে থাকা তথ্যের গুণমান নিয়ে কেন প্রশ্ন করেছে, এবং তারা কেন সেই তথ্যে অনাস্থা প্রকাশ করেছে, সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর ব্যয়ের বিবরণ এবং ওভারহেডের বিষয়ে স্বচ্ছতার অভাব, আইএটিআই এবং এফটিএসে প্রকাশিত সদর দফতর ও মাঠপর্যায়ের আর্থিক তথ্যগুলোর মধ্যে অমিল এবং কে সহায়তা পাচ্ছে সে সম্পর্কে স্বচ্ছতার অভাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

"প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ইউএন সিস্টেম আইএটিআইয়ে প্রকাশ করে না … ফলে অর্থ প্রবাহের প্রকৃত তথ্য শেষ পর্যন্ত ইউএন সিস্টেম দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে" – দাতা

বিশেষত স্থানীয় অংশীদাররা এই হতাশা প্রকাশ করেছেন যে, সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা কিছু সংস্থা আইএটিআই বা এফটিএস, বিশেষত জাতিসংঘের এজেন্সি এবং আইএনজিওকে রিপোর্ট করেনি, যার ফলে ইতোমধ্যে কী কী সম্পদ রয়েছে, তার স্পষ্ট ও পূর্ণ চিত্র পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। কক্সবাজারের একজন সরকারি অংশীদার প্রশ্ন করেছেন যে "এই তথ্য যদি না পাওয়া যায় তাহলে কীভাবে সাড়াপ্রদান কর্মসূচি পরিচালনা এবং মূল্যায়ন করা যাবে?" তিনি আরও বলেন, "যখন এনজিওগুলো জাতিসংঘের এজেন্সির অংশীদার হয় তখন তারা (ইউএন এজেন্সিগুলো) যে তহবিল পায় সেগুলো কোথায় যায়, সে বিষয়ে আমরা পরিষ্কার নই।" বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী বিশ্বাস করেন যে, আর্থিক তথ্যগুলো নীতিগত বিষয় হিসেবে আরও স্বচ্ছ হওয়া উচিত, এমনকি যদি তারা এর থেকে সরাসরি সুবিধা না পায়, তবুও।

অংশীদাররা সরকারি সহায়তা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (গভর্নমেন্ট এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এআইএমএস) প্ল্যাটফর্মকে তহবিলের তথ্যের উৎস হিসেবেও উল্লেখ করেছেন, তবে আবার এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে থাকা তথ্যের গুণগত মান নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। বিশেষত, তারা তথ্য সময়োপযোগী হওয়ার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে, ফলস্বরূপ দাতারা সরকারের কাছে যে প্রতিবেদন দেয় তা হয় অসঙ্গতিপূর্ণ।

অনুসন্ধান ৩: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সহায়তায় সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে কাঠামোগত বাধার মধ্যে রয়েছে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, যা গুণগতমান ও ব্যবহারকে নিম্নমুখী করছে।

"গ্যাপ বা ব্যবধান হ্রাস, মানবিক সংস্থাগুলোর কাজের পুনরাবৃত্তি রোধ এবং সাড়াপ্রদান উদ্যোগের প্রতিটি পর্যায়ে সহযোগিতা বাড়াতে চাহিদা নিরূপণ, যৌথ পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ, এবং প্রমাণাদিসহ তথ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" - আইএনজিও, বাংলাদেশ

অংশীদাররা সাড়াপ্রদান কর্মসূচি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের পরিমাণ সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন এবং তারা উৎপন্ন তথ্য পণ্যের (উদাহরণ- মানচিত্র, ড্যাশবোর্ড, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি) ক্রমবর্ধমান স্তরে উন্নীত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। কেআইআই-এর সময়, গবেষণা দল লক্ষ করে যে, অংশীদাররা নতুন করে আরও তথ্য চায় না, বরং আরও ভালো মানের তথ্য চায়। এটি "বাস্তবায়নকারী" সংস্থাগুলোর (উদাহরণ: স্থানীয়/জাতীয় এনজিও ও আইএনজিও) জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কারণ তারা প্রতিদিন তথ্য ব্যবহার করে আশ্রয় শিবিরে পরিবর্তিত চাহিদা পূরণের জন্য তাদের কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ, সংশোধন এবং পরিকল্পন প্রণয়ন করেছে। চিত্র ২-এ জরিপের উত্তরদাতাদের মধ্যে তথ্য মানের সন্তুষ্টি প্রদর্শন করে, এবং দেখা যায় যে ৫৫% উত্তরদাতা তথ্যের গুণমান নিয়ে অসন্তুষ্ট বা কিছুটা সন্তুষ্ট ছিলেন। এটি বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ কারণ অর্ধশতাধিক একই উত্তরদাতা বলেছেন যে তাদের সংস্থাগুলো সাড়াপ্রদান উদ্যোগে সমন্বয় বাড়ানোর জন্য তথ্য ভাগাভাগি করেছেন, এবং তিন-চতুর্থাংশ বলেছেন যে তারা প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য ব্যবহার করেছেন।

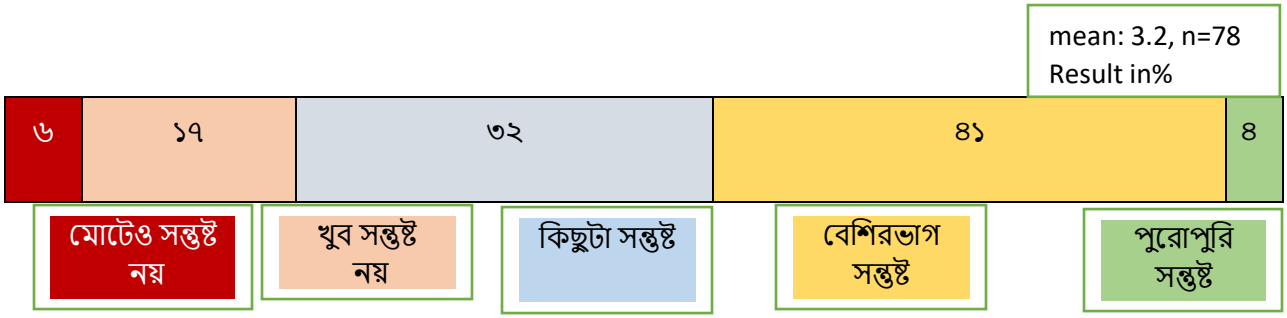

চিত্র ২: বাংলাদেশের মানবিক সাড়াপ্রদান কর্মসূচিতে সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ্যে পাওয়া তথ্যের মান নিয়ে আপনি কতটা সন্তুষ্ট?

নিম্নমানের তথ্যের কারণে (যেমন: এর মধ্যে সর্বজনীনতা, সময়োপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা, তুলনাযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতার অভাব) ব্যাপক ব্যবহার ও বিশ্লেষণে বাধা হিসেবে রয়ে গেছে, এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে:

i. তথ্য ব্যবস্থাপনায় (আইএম) কার্যকারিতার অভাব, বিশেষত সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রধানত স্থানীয় এনজিও এবং ছোট আইএনজিওগুলোর মধ্যে তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার (আইএমও) অভাব। তথ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমগুলো কেবল একটি বাস্তবায়নের সরঞ্জাম হিসেবে নয়, যে কোনো কর্মসূচির পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখা দরকার;

ii. তহবিলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব তথ্য ব্যবস্থাপনার পদগুলোতে বড় ধরনের বিপর্যয় তৈরি করে, বিশেষত স্থানীয়/জাতীয় এনজিও, আইএনজিওসহ কিছু নির্দিষ্ট সেক্টরের মধ্যে;

iii. সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে সেক্টর সমন্বয়কারী রয়েছে, একটি আনুষ্ঠানিক ক্লাস্টার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে, বিশেষত স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে, এবং প্রয়োজনে তথ্য পাওয়া, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার আরও কঠিন করে তুলেছে। বাস্তবায়নকারী ও সমন্বয়কারীদের মধ্যে ন্যূনতম তথ্য ভাগের মান বিষয়ে চুক্তি এবং বোঝা-পড়ার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে প্রয়োগকারীরা কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন;

iv. অসামঞ্জস্য প্রতিবেদন তথ্যের ব্যবধান বা ফাঁক তৈরি করে, বিশেষত ফোর ডব্লিউ[১৫] তথ্যের সঙ্গে;

v. ইউএন ওসিএইচএ-র অনুপস্থিতিতে তথ্যসম্পর্কিত নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার অভাব, এর অর্থ হলো কোনো একক সংস্থার তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধান বা সমন্বয় করার ম্যান্ডেট নেই। ইউএন এজেন্সিগুলো কীভাবে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তথ্য সরবরাহ করছে তা দেখানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে তথ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকর প্রক্রিয়া বজায় রাখতে এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের নিজস্ব তথ্য ব্যবহারের উন্নতি করতে উৎসাহিত করবে;

vi. তথ্য ভাগের প্রোটোকলের সীমিত ব্যবহার, সমঝোতা স্মারক এবং তথ্য-সরবরাহকারী ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে কী ধরনের তথ্য, কীভাবে, কার সঙ্গে ভাগ করা উচিত তা নির্দিষ্ট করা;

vii. তথ্য সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে অসংলগ্ন নিয়ম-নীতি (অর্থাৎ কোনো সাধারণ নির্দেশিকা নেই) কোন তথ্য ভাগ করা যায় এবং কোন ফরম্যাটে হতে পারে সে বিষয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে;

viii. সংস্থার মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা, বিশেষত জাতিসংঘের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা এবং বড় আইএনজিওর মধ্যে, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সাড়াপ্রদানকারীদের ভেতর আস্থার অভাব তৈরি করে;

ix. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব ছোট সংস্থাগুলোর জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন যথাযথ সংগ্রহের অনুশীলনকে কঠিন করে তোলে;

x. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে মান নিয়ন্ত্রণের অভাব বিশেষত ছোট, এজেন্সি-নির্দিষ্ট চাহিদা মূল্যায়নের জন্য অনৈতিক আচরণের বিষয়টি উদ্বেগ সৃষ্টি করে (উদাহরণ: সাক্ষাৎকারের পুনরাবৃত্তি, মূল্যায়নের সংখ্যার মধ্যে ফাঁক বা পুনরাবৃত্তি, কমিউনিটির কোনো মতামত না ধাকা);

xi. গুণগত তথ্যের অভাব (যেমন-ঐতিহাসিক কাহিনি, ফোকাস গ্রুপ, ভালনারেবিলিটি বা বিপদগ্রস্ততা মূল্যায়ন), সাড়াপ্রদানের সংখ্যাগত দিকটি কেন কম- তা বোঝা, বিশেষত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সামাজিক গতিশীলতা ও সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার বিষয়টি জানা।

[১৫] থ্রি/ফোর ডব্লিউ তথ্য হলো কে, কোথায়, কি কাজ করে (অর্থাৎ এটি এমন তথ্য যা কার্যক্রমের অবস্থানের উপর নজর রাখে, যা কর্মীরা প্রতিটি সেক্টর/উপ-সেক্টরে কর্মরতদের, তহবিলের স্তরের মধ্যে যে কার্যক্রম পরিচালনা করে)। সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তে অপরিশোধিত তথ্য সমন্বয় ও ব্যবধান বা ফাঁক বিশ্লেষণের জন্য তথ্য ব্যবহৃত হয়। থ্রি/ফোর ডব্লিউ তথ্য সংগ্রহ তথ্য ব্যবস্থাপনা অফিস (আইএমও) দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

অনুশীলনকৃত তথ্য

কমিউনিটির মতামত গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে কাজ করা একটি সংস্থা তথ্য ভাগাভাগি চুক্তির গুরুত্বকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এই নির্দিষ্ট সংস্থাটি একই অঞ্চলে কাজ করা অন্যান্য সংস্থার তথ্যপ্রাপ্তি এবং ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। যখন এই সংস্থার একজন কর্মী তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি চুক্তি তৈরি করেছে তখন এটি আরও সহজ হয়েছে। এটি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে নিশ্চিত করেছে যে, তথ্য বিষয়ে গোপনীয়তার নীতি মেনে চলবে এবং প্রত্যেকে কেবল বেনামে থাকা তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারবে। এই তথ্য ভাগাভাগির চুক্তিতে বলা হয়েছে, শীর্ষস্থানীয় সংস্থা কেবল একটি সংস্থার তথ্য ব্যবহার করতে পারে না, বরং এটি অবশ্যই সমন্বিত ও অন্যান্য কমিউনিটির মতামতের ভিত্তিতে সমর্থিত হতে হবে। সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত একজন কর্মী বলেছেন, "তথ্য অবশ্যই মুক্ত হওয়া উচিত, মানুষ তথ্য থেকে খুব সুরক্ষিত থাকে। আপনি যদি এটিকে আপনার কাজের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত না করে থাকেন তবে কমিউনিটির মতামতের তথ্য করে কী লাভ? "

অবান্তর নিয়ম অথবা সংবেদনশীল তথ্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে ভুল ধারণা সংবেদনশীল তথ্য প্রাপ্তিকে প্রায়শই কঠিন করে তোলে। বাংলাদেশের সমীক্ষার প্রায় এক চতুর্থাংশ উত্তরদাতা মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে তথ্যের সংবেদনশীল প্রকৃতি আরও বেশি তথ্য ভাগাভাগি করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী জানিয়েছেন, তারা কীভাবে তথ্যকে কম সংবেদনশীল করার জন্য বেনামে রাখবেন সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তবে কিছু সংস্থা, বিশেষত আইএনজিও এবং ইউএন এজেন্সিগুলো অত্যধিক সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল, এমনকি যে তথ্য একত্রীভূত ও বেনামে ছিল, সেগুলোও খুব কম ভাগ করা হয়েছে। যদিও প্রায় সকলেই একমত যে তথ্য সুরক্ষিত ও নিরাপদ পদ্ধতিতে পরিচালনা করা জরুরি, অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারদাতার অভিমত হচ্ছে, এটি স্বচ্ছতা এড়ানোর অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। যেমন স্থানীয় একটি এনজিও বলেছে, "এমন তথ্য রয়েছে যা সংবেদনশীল, তবে কোনো তথ্য ভাগ না করার জন্য এটি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতি হিসেবে আমাদের ব্যবহার করা উচিত নয়"। এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, গবেষণায় দেখা গেছে যেখানে চাহিদা নিরূপণ (৭৪% ব্যবহার ও ৭২% চাহিদা), ম্যাপিং ও অবস্থানের তথ্য (৬৩% ব্যবহার এবং ৬২% চাহিদা), জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক উপাত্ত (৫৯% ব্যবহার ও ৬৩% চাহিদা) জরিপ উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন তথ্য, এগুলো একইসঙ্গে সেই ধরনের তথ্য (যথাক্রমে ১৮%, ১৫% এবং উত্তরদাতাদের ১৭%) সংস্থাগুলো যাকে সংবেদনশীল প্রকৃতির মনে করে প্রকাশ্যে ভাগ করে নিতে কম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এই উত্তরদাতাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আইএনজিও, জাতিসংঘের এজেন্সি ও সমন্বয় সংস্থাগুলো।

দলটি আরও লক্ষ করে সাড়াপ্রদান কর্মসূচিতে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে আন্তঃসংস্থা প্রতিযোগিতা আস্থার অভাব তৈরি করছে যা তথ্যে প্রবেশগম্যতাকে আরও জটিল করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে, গবেষণা দলটি লক্ষ করে যে, তথ্য সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণকে একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হিসেবে দেখা হয়, বিশেষত দাতা এবং যৌথ সহায়তা পরিকল্পনার (জেআরপি) তহবিল, যা ব্যাপকভাবে তো নয়ই, একেবারেই ভাগ করা হয়নি। একটি কার্যনির্বাহী সংস্থা ইউএন এজেন্সি ও বৃহত আইএনজিও সম্পর্কে বলেছে "এটি তথ্যপ্রবাহ বাইরে আসার ক্ষেত্রে তাদের আরও শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পরিচালিত করে"। উদাহরণস্বরূপ, বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে ব্যাপক ধারণা ছিল যে জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রতিক্রিয়ায় শীর্ষ স্তরে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এবং তথ্য চেইনে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার কারণে তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে জানাতে প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারেনি। একজন স্বতন্ত্র পরামর্শক এক সাক্ষাৎকারে পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, "অন্য যে কোনো সংকটের চেয়ে রোহিঙ্গা সংকটে তথ্য নিয়ে আমি অনেক বেশি প্রতিযোগিতা দেখেছি। ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএফপি এবং আইওএম একটি তথ্য যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে ", জাতিসংঘের এক এজেন্সির কর্মী বলেছেন,"আমার অভিজ্ঞতা বলে, এখানকার রাজনীতিই সবচেয়ে খারাপ"। এই সংঘাতের ফলস্বরূপ সাড়াপ্রদান কর্মসূচিতে ধারাবাহিকভাবে আস্থার সংকট তৈরি করছে এবং সৃষ্ট তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করছে।

"ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে অনুসরণ বা তাদের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি আর ঘটে না" - ইউএন এজেন্সি

মাঠপর্যায়ের অংশীদারদের উদ্বেগের বিষয় হলো, চাহিদা নিরূপণের পদ্ধতি ও সরঞ্জামের উন্নয়নে বিশেষত ক্ষুদ্র, স্থানীয় সংস্থা-নির্দিষ্ট মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাস, তদারকি এবং মান নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। এটি তথ্য বিশ্লেষণকে কেবল বাধা দেয় না, একইসঙ্গে তথ্য সেটগুলোকে একত্রিত করা এবং তুলনা করা কঠিন করে তোলে, একইসঙ্গে নৈতিক তথ্য সংগ্রহের অনুশীলন নিয়েও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। দলটি সাক্ষাৎকারের সময় শুনেছে যে,

সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নৈতিক চ্যালেঞ্জ ছিল। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীরা বলেছে, কিছু রোহিঙ্গা সুবিধাভোগী স্বল্প সময়ে বিভিন্ন সংস্থার একাধিক চাহিদা নিরূপণসংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে, প্রায়শই সেই তথ্য কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফলাফলগুলো কী হতে পারে সে সম্পর্কে খুব কম বা কোনো মতামত গ্রহণের পদ্ধতি নেই, তাই তাদের মানসিক আঘাতের অভিজ্ঞতা বার বার ফিরে এসেছে। এর মধ্যে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, সুরক্ষা এবং মাতৃস্বাস্থ্যের মতো বিভিন্ন সংবেদনশীল সমস্যা রয়েছে। আরেকটি বিষয় হলো তথ্য সংগ্রহকারী ও রোহিঙ্গা অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণের কোনো ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি নেই, ফলে তারা যে তথ্য সরবরাহ করছে তাতে কীভাবে তারা উপকৃত হতে পারে বা তাদের দেওয়া তথ্য কী ধরনের সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে-তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। যদিও প্রথম এবং সর্বাগ্রে এটি একটি অনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, এটি হচ্ছে সুবিধাভোগীদের জন্য ক্লান্তিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ জরিপ, যা সহায়তা প্রদানকারী ও সহায়তা গ্রহীতার মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এ ধরনের কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, কক্সবাজারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির অংশীদাররা একটি যৌথ বহু-পাক্ষিক (মাল্টি-সেক্টরাল) চাহিদা নিরূপণ (এমএসএনএ) উদ্যোগকে সমর্থন করেছে।

বক্স ৩: বহু-খাতের (মাল্টি-সেক্টর) চাহিদা নিরূপণ (এমএসএনএ) কী?

সংকট-নিমজ্জিত ও সংস্থাগুলোর মধ্যে বহু-পক্ষীয় মূল্যায়ন, যা মানবিক চাহিদা পর্যবেক্ষণ (এইচএনও) এবং রোহিঙ্গা সঙ্কটের (জেআরপি) যৌথ সাড়াপ্রদান পরিকল্পনার মতো নির্দিষ্ট মানবিক মাইলফলক অর্জনে সহায়তা করে। রিচ ইনিশিয়েটিভ নামে একটি আইএনজিও রোহিঙ্গা সাড়াপ্রদান এমএসএনএ তথ্য সংগ্রহের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা। যেসব দেশে রিচ ইনিশিয়েটিভের কর্মতৎপরতা নেই, সেখানে ওসিএইচএ বহু-পাক্ষিক মূল্যায়ন সমন্বয় করে। মানবিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদা শনাক্তকরণের জন্য সম্মতির ভিত্তিতে কিছু সূচক ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে সমস্ত মানবিক ক্ষেত্রের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে সমন্বিত মূল্যায়ন করা হয়।

উপরের সমন্বয় প্রক্রিয়ায় সাধারণত রোহিঙ্গা সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যকর তথ্য বিনিময় কম হয়, এর কয়েকটি বিষয় অন্যের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে। তথ্য ভাগাভাগির অভাব, সংস্থাগুলের মধ্যে প্রতিযোগিতা, তথ্য সংগ্রহে উদ্বেগ এবং সংবেদনশীল তথ্যসংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষত, তথ্যের দৃশ্যমানতা ও গুণমানকে প্রভাবিত করে, সাড়াপ্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের বিশ্লেষণ ও ব্যবহারকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলস্বরূপ, প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অনুসন্ধান ৪: সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের ডিজিটাইজেশন রয়েছে তবে অন্তর্নিহিত তথ্য মানের সমস্যা এবং দিকনির্দেশের অভাব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর কার্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"তথ্য কীভাবে ভাগ করা উচিত তার কোনো মানদণ্ড নেই" - আইএনজিও পরিচালক

গবেষণা দলের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে যে, কয়েকটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মকে আলোকপাত করে প্রোগ্রামিং ও প্রকাশনার উদ্দেশ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর সচেতনতা ও ব্যবহার লক্ষ যায়। এই নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মগুলোর কাজের ধরনের মধ্যে রয়েছে চাহিদা নিরূপণ, ম্যাপিং ও অবস্থান, ৩/৪ ডব্লিউ, প্রাকৃতিক ঝুঁকি, পর্যবেক্ষণ, জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক উপাত্তসহ ব্যবহৃত তথ্য, চাহিদা এবং আপলোড/ভাগ করে নেওয়া।

মাধ্যম	সচেতনতা	ব্যবহার	ব্যবহার করতে তথ্য আপলোড করা
নিডস অ্যান্ড পপুলেশন মনিটরিং (আইওএম)	৬৫	৪৫	২১
হিউম্যানিটারিয়ানরেসপন্স.ইনফো	৬৪	৪৫	২৬
রিলিফওয়েব	৫৫	২৩	১৩
ইউএনএইচসিআর অপারেশনাল ডেটা পোর্টাল	৫৩	৩০	১৫
হিউম্যানিটারিয়ান ডেটা এক্সচেইঞ্জ (এইচডিএক্স)	৪৭	২৮	২৬
রিচ রিসোর্স সেন্টার	৪৬	১৩	১২
গভর্নমেন্ট এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	২৮	১৮	২১

সারণি ২ : রোহিঙ্গা প্রতিবেদনে তথ্যে প্রবেশ ও আপলোড করার জন্য ব্যবহৃত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর সচেতনতা ও ব্যবহার (জরিপ উত্তরদাতাদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকারীদের শতাংশ)।

এই প্রতিবেদনে, বিভিন্ন ধরনের প্রচুর সংখ্যক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ছিল, সাড়াপ্রদানে তথ্যের পরিমাণগত ও ডিজিটাইজেশনের মাত্রাগত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কিছু উত্তরদাতা জিজ্ঞাসা করেছে যে উপযুক্ত উৎসগুলোতে কর্মীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য কোনো "প্ল্যাটফর্মের প্ল্যাটফর্ম" আছে কি না, অন্যরা পরামর্শ দিয়েছে, সাড়াপ্রদানের সমস্ত তথ্য একটি ভান্ডারে সঞ্চিত রাখার জন্য একটি "মূল প্ল্যাটফরম" থাকা উচিত। সরেজমিনে দলটি দেখতে পায়, টেবিল ২-তে বর্ণিত প্ল্যাটফর্মগুলোর মূল রূপরেখার পাশাপাশি তথ্য আপলোডিং/ভাগ করে নেওয়ার প্রধান মাধ্যমটি ছিল প্রতিবেদন বা রিপোর্টহাব। মাঠ পর্যায়ের সমস্ত অংশীদার যে স্পষ্ট বার্তাটি দিয়েছে তা হলো, বিদ্যমান প্ল্যাটফর্মগুলোর হাতে যে সংখ্যাগত ও ব্যবহার উপযোগী তথ্য রয়েছে তা বাস্তবায়নসংক্রান্ত এবং আর্থিক তথ্যের প্রবেশগম্যতার জন্য যথেষ্ট।

একইসঙ্গে, কিছু অংশীদার সাড়াপ্রদান কার্যক্রমে ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্মগুলোর সংখ্যা হ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছে, আবার কেউ কেউ বলেছে এই বিভিন্ন ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মান উন্নত করতে, পুনরাবৃত্তি হ্রাস করতে এবং কিছু সংখ্যক মানবিক সংস্থার আরও কার্যকর ব্যবহারের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা প্রদান করতে।

তবে সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীরা ডেটার মানের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না এবং এই প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করার সময় বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়:

i. প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে দৃশ্যমানতার অভাব এবং এই প্রাথমিক তথ্য কোন পদ্ধতিতে মূল তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে-তার ব্যাখ্যাহীনতা;
ii. তথ্যের সংবেদনশীলতা এবং কীভাবে এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে এটি ব্যবস্থাপনা ও আপলোডিং করা যায় সে সম্পর্কে নির্দেশনার অভাব;
iii. প্ল্যাটফর্মগুলোতে তথ্য প্রতিবেদন তৈরি ও আপলোডের ক্ষেত্রে অসঙ্গতির কারণে কোন তথ্যগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সে সম্পর্কে ঐকমত্যের অভাব, তথ্যের ফাঁক সৃষ্টি করে;
iv. প্ল্যাটফর্মগুলোর নিজেদের মধ্যে সীমিত প্রযুক্তিগত জ্ঞান, বিশেষত যারা তথ্য নিয়ে প্রতিদিন কাজ করে না তাদের জন্য;

v. একাধিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলনা করার অক্ষমতা, যেমন বিভিন্ন তথ্য সরবরাহকারী আলাদা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম্যাটে তা সরবরাহ করে থাকে (এমনকি একই সেক্টরের মধ্যেও)।

ফলস্বরূপ, দলটি দেখেছে যে ব্যবহারকারীদের দুটি নির্দিষ্ট চাহিদা রয়েছে। প্রথমটি হলো এক্সেলের মতো সহজেই প্রবেশগম্য ফর্মেটে প্রাথমিক তথ্য ডাউনলোড করার সক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টি হলো তথ্যের মূল্য আরও সঠিকভাবে যাচাইয়ের জন্য অন্তর্নিহিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলো ডাউনলোড করার সক্ষমতা।

অনুসন্ধান ৫: সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতিবেদনে তথ্যের সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য তথ্য ব্যবহারকারী/সরবরাহকারীদের সম্পৃক্ত থাকা প্রয়োজন

"সংস্থা গঠনে সহায়তা করতে চাইলে প্রশিক্ষণসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করা উচিত" - স্থানীয় এনজিও

স্থানীয়করণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতায় বিনিয়োগের অভাব তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে দুইটি ব্যবস্থা তৈরি করে। কার্যকর তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহার করতে সংস্থাগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা থাকা উচিত। এটি পর্যাপ্ত তহবিল হিসেবে আসলেও, আইএম ভূমিকার জন্য বরাদ্দকৃত কর্মীদের সংখ্যা, তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তাদের দক্ষতা, কর্মীদের বোঝাপড়া ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের অবারিত সুযোগ, বা সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ওরিয়েন্টেশন, সর্বোপরি সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন। জরিপে দেখা যায় যে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে তারা প্রতিবেদনটিতে অন্যদের ব্যবহৃত তথ্য প্রক্রিয়াজাত ও ব্যবস্থাপনা করতে সহায়তা করেছে। কেআইআই-এর সময়ে দেখা যায় যে, প্রতিবেদনটিতে সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডে যেসব সংস্থা রয়েছে, তারা তথ্য ব্যবহারে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যা তাদের তথ্য সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে, যার মধ্যে রয়েছে :

i. স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলো সাড়াপ্রদান তহবিলের খুব সামান্য অংশ পায়, সাধারণভাবে প্রকল্পভিত্তিক সহায়তা হিসেবে মূল ব্যয়ের একটি সামান্য অংশ পায়, তাই তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তথ্য নীতি হালনাগাদকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে না;
ii. প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগের অভাব, বিশেষত তথ্যজ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে, স্থানীয় এনজিওদের জন্য যা বিশেষভাবে প্রযোজ্য;
iii. স্থানীয় অংশীদারদের মধ্যে তথ্য ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি/প্রশিক্ষণ/পরামর্শদানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে ইউএন এজেন্সি, অন্যান্য দাতা সংস্থা এবং আইএনজিওগুলোর আগ্রহের অভাব;
iv. আন্তর্জাতিক ও জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো সর্বাধিক দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেয় যাদের ইতোমধ্যে তথ্য ব্যবস্থাপানার অভিজ্ঞতা রয়েছে; তাই স্থানীয় এনজিওগুলো "ব্রেন ড্রেন" এর ফলস্বরূপ কারিগরি দক্ষতা ক্ষয়ের মুখে পড়ে;
v. মাঠ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৈঠকের সময় স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওগুলোর সীমিত স্বীকৃতি;
vi. স্থানীয় এনজিও এবং আইএনজিওগুলো চাহিদা নিরূপণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল পায় না।

"তথ্যে ও উপাত্তে স্থানীয় এনজিওগুলোর সমান প্রবেশগম্যতা নেই"- আন্তর্জাতিক এনজিও

যদিও তথ্য ব্যবহারে সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ মোটা দাগে রোহিঙ্গাদের প্রতি সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডে যুক্ত সংস্থাগুলোকে প্রভাবিত করে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিওসমূহের উপর যার একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্থাগুলো আরও বেশি সক্ষমতার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। গবেষণাটি চিহ্নিত করেছে, আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘ এজেন্সিগুলো ধারাবাহিকভাবে মনে করছে যে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিওগুলোর তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য পাবার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক, প্রযুক্তিগত অথবা সম্পদের ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা রয়েছে, এবং তারা বিশ্বাস করে যে এই প্রযুক্তিগত অপ্রতুলতা প্রাথমিক তথ্য ব্যবহারেরও বাধা সৃষ্টি করে। স্থানীয় পর্যায়ের এনজিওগুলোর সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে যে, তারা মনে করে তাদের সাহায্য করতে বড় সংস্থাগুলোর ধারাবাহিক অর্থায়নের অভাব ও অনিচ্ছার কারণে সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতার উন্নতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পর্যাপ্ত অর্থায়ন ছাড়া স্থানীয় এনজিওগুলো তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, বিস্তৃত আকারে ব্যবহার এবং সময়মতো করতে পারার যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। একজন স্থানীয় এনজিওকর্মী বলেছেন, "সকল তথ্য তারাই পায় যাদের ক্ষমতা রয়েছে।" এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাধারণত স্থানীয় এবং

জাতীয় পর্যায়ের এনজিও তারাই যারা সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে। তাই, যদি এসকল সংস্থাই প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর অভাব বোধ করে তাহলে এটি তথ্যের মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, কারণ এ তথ্যগুলো প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং সাড়াপ্রদান কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়।

উপসংহার

এই গবেষণা-সারসংক্ষেপটি যদিও রোহিঙ্গাদের প্রতি সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ড-বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনার বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নের কোনো বিস্তৃত বিবরণ নয়, তবুও এর থেকে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রধান চ্যালেঞ্জের রূপরেখা দিয়েছে কর্মীরা যেগুলোর মুখোমুখী হয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারটি হলো, তথ্য সংগ্রহের গুণগত মান বাড়াতে হলে তথ্য সংগ্রহ ও এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত সমস্যা আছে যেগুলো বাধা হিসেবে কাজ করছে, সেগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে মোকাবিলা করতে হবে। এই বাধাগুলোকে মোকাবিলা না করবার ঝুঁকি অনেক এবং এই ঝুঁকি সামগ্রিক সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডকে ক্ষুণ্ন করে। মোটের উপর, মাঠপর্যায়ের অস্পষ্ট ও অপর্যাপ্ত তথ্য নেতৃত্ব থেকে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যেখানে কর্মীদের তথ্যের উপর নির্ভর না করেই বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। অথচ এগুলো হবার কথা ছিলো তথ্য-প্রমাণ সাপেক্ষ কার্যক্রম। তথ্য নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার অভাবে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সংবেদনশীল তথ্যের ব্যাপারে বিস্তৃত পর্যায়ের ঐকমত্য স্থাপন ও কীভাবে তা সামলাতে হবে তা না বুঝতে পারা। মান নিয়ন্ত্রণের পরিমাপকের অভাবে চাহিদা নিরূপণের জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে গুণগত মান অর্জনে তারতম্য হচ্ছে। সংস্থাগুলো কোন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তথ্য ব্যবহার ও বিবরণ তৈরি করবে সে ব্যাপারেও কোনো ঐকমত্য নেই। তাছাড়াও, তথ্য ভাগভাগির অভাব, সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং সাধারণ ''ব্রেইন ড্রেইন'' (মেধা পাচার) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদার সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা নষ্ট করছে। দীর্ঘমেয়াদে আস্থার এই ক্ষয় আলোচ্যসূচি বা এজেন্ডার স্থানীয় রূপদান করার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সহযোগিতা ও সম্মতির অভাব তথ্য ব্যবস্থাপনা (আইএম) কার্যক্রম অপ্রতুল তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে উপনীত হতে পারে, যেহেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে এমন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই যারা এই পদ্ধতির গুণগত মানের নিশ্চয়তা দিতে পারে অথবা চাহিদা নিরূপণের জন্য কঠোর ও নৈতিক তথ্য সংগ্রহের রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন আইএম কর্মীর অভাবের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো, বিশেষত ছোট এনজিওগুলোতে প্রায়শই এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেখানে কোনো ফিডব্যাক লুপ বা মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে না এবং এটা নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অতএব, উন্নত তথ্য মানের জন্য এই অন্তর্নিহিত বাধাগুলো মোকাবেলা করা, মাঠপর্যায়ে দুর্বল তথ্য ব্যবস্থাপনার দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা এবং দেশে "তথ্য নেতৃত্ব" প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

এই গবেষণা সংক্ষিপ্তসারে বর্ণিত অনেকগুলো বিষয় সম্ভাব্য একটি ব্যাপক তথ্য সমন্বয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে, যা উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করবে এবং তথ্য বিষয়ে বৃহত্তর পরিসরে সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজে পেতে সাড়াপ্রদানকারী সংগঠনগুলোকে আহ্বান করার ক্ষমতা রাখবে। এর মধ্যে তথ্যের গুণমান ব্যাখ্যা করা যেমন সাড়াপ্রদানের সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রযুক্তিগত তথ্যকর্মীর অভাব রয়েছে এমন সংস্থাগুলোকে আইএমও-কে ক্ষমতা প্রদান, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মীদের মধ্যে তথ্য ভাগের প্রোটোকল বিকাশে সম্মতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তবে এই সমস্যাগুলোকে কার্যকরভাবে সমাধান করার জন্য, স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য উৎপাদনকারী ও তথ্য ব্যবহারকারীদের সঙ্গে তাদের তথ্যের প্রয়োজনীয়তাগুলো বোঝার জন্য এবং তথ্যের প্রবেশগম্যতা ও ব্যবহারে তারা যে-সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে, সে ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য তাদের উভয়ের সম্পৃক্ত হওয়া জরুরি।

বেশ কয়েকজন সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী বলেছেন যে, গবেষণা দলটি তাদের সঙ্গে যে ধরনের আলোচনা ও প্রশ্ন করেছে তা কেবল সাড়াপ্রদানের মাধ্যমেই শেষ হচ্ছে না। এই হিসেবে, জাতিসংঘের এজেন্সি, দাতা এবং আইএনজিওগুলোকে তাদের দৃশ্যমান তথ্যের সীমাবদ্ধতাসমূহ শনাক্ত করতে এবং তাদের কাছে সুলভ তথ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরাসরি উপকারভোগীদের জন্য কার্যকর কিনা তা দেখার জন্য রোহিঙ্গা সাড়াপ্রদান কর্মকাণ্ডে তাদের স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়া উচিত।